ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে ঈশ্বরের পথ

আদিপুস্তক ১৬.১-৩ পদ

ঈশ্বর বিশ্বাসের জীবন-যাপন করার সময়, ঈশ্বরের নির্ধারিত সময়ের জন্য অপেক্ষা আমাদের সমস্যায় ফেলে। আমরা সবাই চাই, ঈশ্বর যেন তাড়াতাড়ি কাজ করেন। আমরা পর্দার আড়ালে তাঁর কাজ করাকে পছন্দ করি না; পরিবর্তে, আমরা চাই তিনি যেন আমাদের চোখের সামনে কাজ করেন। যার ফলস্বরূপ, তাঁর কাজ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। এখন, ঈশ্বর যখন আমাদের চিন্তানুসারে এইভাবে কাজ করেন না, তখন আমরা আমাদের নিজেদের হাতে ঐ সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

ঈশ্বর অব্রামের জীবনে অনেক কাজ করেছেন। গত সপ্তাহে আমরা অব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই মহান চুক্তির কথাও দেখেছি। কিন্তু মহান ঈশ্বরের এত অভিজ্ঞতা ও কাজের সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও, যে বিষয়টি অব্রামকে সর্বদা বিচলিত করত, তা হল ***"অব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন"*** (১ পদ)। সেই কলদীয়ের ঊরে থাকতে ঈশ্বর অব্রামকে আহ্বাণ করেন (১১.৩১;প্রেরিত ৭.২-৪)। সেখান থেকে যাত্রা করার পর পিতা তেরহের মৃত্যু পর্যন্ত তারা হারণে বসবাস করেন। হারণে ঈশ্বর অব্রামকে আবার দর্শণ দেন এবং অব্রামের প্রতি তাঁর আহ্বাণ ও প্রতিজ্ঞা স্মরণ করেন (১২.১-৩)। এরপর কনান দেশে যখন অব্রাম ও লোটের বিষয়-সম্পত্তি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়, এবং তারা পৃথক হতে বাধ্য হয়;তখনও ঈশ্বর আবার অব্রামকে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে বলেন, ***"পৃথিবীর ধূলির ন্যায় অব্রামের বংশবৃদ্ধি হবে"***(১৩.১৬)। এরপর অব্রাম যখন দম্মেশক থেকে আনা ইলীয়েষরকে নিজের উত্তরাধিকারী বলে ভুল করে, তখনও ঈশ্বর তার কাছে নিজের প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে বলেন, ***"আকাশের তারাদের ন্যায় অব্রামের বংশবৃদ্ধি হবে"***(১৫.৫)। কেবল বংশবৃদ্ধি হওয়া নয়, কনান দেশের অধিকার সম্বন্ধেও ঈশ্বর অব্রামের সঙ্গে চুক্তি করেন ও নিজে চুক্তির পক্ষে শপথ করেন।

কিন্তু এত অভিজ্ঞতা ও প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও সারীর বন্ধ্যাত্ব অব্রামের কাছে এক বিরাট বাধা। দশ বৎসর যাবৎ অব্রাম ঈশ্বরের কাছ থেকে কেবল সন্তান সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাই শুনে আসছে। কিন্তু তা পূর্ণ হবার বিন্দু মাত্র লক্ষণ অব্রামের চোখে ধরা পড়েনি। এখন অব্রামের বয়স ৮৫, সারীর ৭৫। তখনকার দিনে নিঃসন্তান থাকাটা ছিল লজ্জার বিষয়। তাই, অব্রাম এই বিষয়টি নিয়ে মানসিক অশান্তির মধ্যে ছিল। অর্থাৎ, অব্রামের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতায় এই বিলম্ব অব্রামকে বিচলিত করেছে।

আজকের দিনে বিশ্বাসী আমরাও একই সমস্যায় ভুগে থাকি। অব্রামের ন্যায় আমরাও আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকগণিত হয়েছি। আমরা জানি যে আমরা এই আশীর্বাদ আমাদের কাজের দ্বারা নয়, কিন্তু যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারাই লাভ করেছি। এরপর আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে বিভিন্ন কাজ করতে শুরু করি। আমরা তা করি।কেবল আমাদের জানা পদ্ধতিতে। কিন্তু আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের আকাঙ্খিত ফল ভালোবাসা, আনন্দ ও শান্তির পরিবর্তে আমরা বন্ধ্যত্বে ভুগছি। এইভাবে, আমরা যখন বন্ধ্যত্বে ভুগতে থাকি, তখন আমরা আমাদের মাংসের ইচ্ছাকে পূর্ণ করি।

অব্রাম ও সারী তাই করেছিল, ***"এইভাবে কনান দেশে অব্রাম দশ বৎসর বাস করার পর অব্রামের স্ত্রী সারী নিজের দাসী মিস্রিয়া হাগারকে নিয়ে নিজের স্বামী অব্রামের সঙ্গে বিয়ে দিলেন"*** (৩ পদ)। উদ্দেশ্য, ***"কি জানি, এর দ্বারা আমি পুত্রবতী হতে পারি"*** (২ পদ)। জগতের দিক থেকে চিন্তা করলে, সারীর এই কাজ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কারণ এই কাজের মধ্যে সারীর খাঁটি ও দামী ত্যাগস্বীকার ছিল। হয়ত সারী নিজের মনে এইভাবে যুক্তির অবতারণা করেছিল, "ঈশ্বর আমার স্বামীর কাছে ছেলের প্রতিজ্ঞা করেছেন, যাঁর দ্বারা তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন। ঈশ্বর বলেছেন, দম্মেশকের ইলিয়েষর নয়, কিন্তু যে অব্রামের ঔরসে জন্মাবে (১৫.৪)

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

সেই অব্রামের উত্তরাধিকারী হবে। এখন, এই প্রতিজ্ঞার মধ্যে আমার গর্ভে অব্রামের সন্তানের জন্ম হবার কথা কোথাও বলা হয়নি। তাই, ঈশ্বর অন্য পথে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে চাইছেন, যা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি।” তাই, অব্রামের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, সারী ঈশ্বরকে সাহায্য করতে (?), নিজে তার স্বামীর একমাত্র স্ত্রী হবার অধিকারকে বিসর্জন দিতে এগিয়ে এল। তখনকার দিনে কনান দেশে এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। আমাদের কাছে তা অদ্ভুত মনে হলেও, সেই দেশে সংস্কৃতিতে এটা কোন অনৈতিক কাজ ছিল না। কিন্তু অব্রাম এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু অব্রামকে পুত্র উপহার দেবার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে, সারী সেই এক-পত্নী থাকার অধিকার ত্যাগ করতেও রাজী। তাই জগতের দৃষ্টিতে, সারীর এই কাজের মধ্যে প্রকৃত ত্যাগস্বীকার ও গভীর আন্তরিকতা জড়িয়ে ছিল।

কিন্তু এই কাজের পরিণতি যখন আমরা দেখি, তখন তা আমাদের চিন্তিত করে। কারণ এই কাজের ফলস্বরূপ যে দুঃখ ও মাথাবেথা উৎপন্ন হয়, তা অব্রামের মৃত্যুর ৪,০০০ বৎসর পরেও, আজও আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চলেছি। কারণ, এই কাজের ফলস্বরূপ ইশ্মায়েলের বংশধর হিসাবে আরবের বিভিন্ন জাতি উৎপন্ন হয়, এবং ইস্রায়েল ও আরবের মধ্যে যে শত্রুতা শুরু হয়, তা আজও সমগ্র পৃথিবীকে চিন্তার মধ্যে রেখেছে। তাই, সারীর এই কাজ আপেক্ষিকভাবে ত্যাগস্বীকার ও আন্তরিকতার প্রতীক হলেও; একে আমরা মাংসের দ্বারা চালিত হয়ে (গালা ৪.২৩) তার দ্বারা সাধিত সবথেকে মন্দ কাজ বলতে বাধ্য।

কিন্তু এই কাজের মধ্যে দোষ কী ছিল? কারণ, এই কাজের পরিণতি কী হতে পারে, তা সারীর পক্ষে আগে জানা সম্ভব ছিল না। তাই, সারীর সঙ্গে আমরাও অনেক সময় এই কাজের জন্য সারীর দায়িত্ব মেনে নিতে অসন্তুষ্ট হই। মাংসের বশে না চলে, আত্মার বশে চলতে আমাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে, পৌল নতুন নিয়মে সারী ও হাগারের উদাহরণ দিয়েছেন (গালা ৪ অধ্যায়)।

সারীর এই কাজের মধ্যে যে বিষয়টা আমাদের নজর কাড়ে, তা হল, সারী ভেবেছে, “ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছার কথা আমাকে বলেছেন, এখন তা পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার। ঈশ্বর আমাকে আমার লক্ষ্য জানিয়েছেন, এখন সেখানে আমি কীভাবে পৌঁছাব, তা আবিষ্কার করার দায়িত্ব আমার।” এমন চিন্তাই অব্রাম ও সারীকে, তথা আমাদের দুঃখ ও মাথাব্যথাকে উৎপন্ন করে। আমরাও অনেক সময় মণ্ডলীর বিভিন্ন কাজে আশানুরূপ ফল না পেয়ে, এমন কথা বলে থাকি, “আমরা এই কাজ সম্পন্ন করতে যথেষ্ট চেষ্টা করিনি।” যেন এই কাজের পূর্ণতা আমাদের উপর নির্ভরশীল! তাই, আমরা নিজেদের যুক্তি ও বুদ্ধি কে ব্যবহার করে, নতুন নতুন কার্যক্রম *(Program)* গ্রহণ করি। আমরা ফলও লাভ করি, যদিও তা সন্তোষজনক নয়। কারণ এই পদ্ধতিতে, আমরা ইস্‌হাকের পরিবর্তে ইশ্মায়েলকে জন্ম দিই। তাই, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা জানা নয়, সেই ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ পথে ঈশ্বর সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চান, তাও আমাদের জানতে হবে।

২ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে, সারীর প্রস্তাব শুনে “*অব্রাম সারীর কথায় সম্মত হলেন।*” এখন সারী অব্রামকে ভুল পরামর্শ দিলেও দিতে পারে, কারণ সারী ঈশ্বরকে ততখানি জানতেন না, যেমন অব্রাম জানতেন। কিন্তু বিগত ১০ বৎসর যাবৎ ঈশ্বর অব্রামের কাছে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন; অব্রামের উচিৎ ছিল একথা উপলব্ধি করা যে, অব্রামের সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করতে ঈশ্বর একাই যথেষ্ট। অব্রামের উচিৎ ছিল সারীর এই ভুল পরামর্শের প্রতিরোধ করা এবং তা সারীর কাছে তুলে ধরা। কিন্তু অব্রাম সেই কাজ করতে ব্যর্থ হয়; কেবল তাই নয়, অব্রামও তার কাজের দ্বারা আদমকে অনুসরণ করে। এখন, সারীর কথা শুনে অব্রাম কী ভুল করেছিল?

(১) সারীর ন্যায় নতুন বিশ্বাসীর কথা শুনে, অব্রাম ঈশ্বরের সঙ্গে তার চুক্তির জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আজও বিশ্বাসী আমরা যখন আমাদের বিশ্বাস জীবনের বিভিন্ন পরামর্শ নতুন বিশ্বাসীদের কাছ থেকে গ্রহণ করি, তখন আমরাও এই একই ভুল করি। আমাদের মণ্ডলীতেও আমরা অনেক সময় এমন অনেক নতুন মুখ দেখতে পাই, যারা নিজেদের অভিজ্ঞতার বড়াই করে। কিন্তু যিনি প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসে অভিজ্ঞ, তিনি কখনও এমন বড়াই করতে পারেন না। যাইহোক, তাদের দেখে বা তাদের কথা শুনে যদি আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করি;

তাহলে, আমরাও অব্রামের ন্যায় একই ভুল করব।

(২) অব্রাম সারীর কথা শুনে প্রকৃত পক্ষে নিজের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়িত করেছে। অব্রামের সন্তানের আকাঙ্খা অনেক দিনের; তাই সারীর পরামর্শ অব্রামের কাছে এত লোভনীয় মনে হয়েছে। আমরা যে বিষয় চিন্তা করি, যখন সেই একই পরামর্শ কেউ আমাদের দেয়, তখন তা আমাদের কাছে সহজেই ঠিক বলে মনে হয়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বণ করা উচিৎ।

(৩) অব্রাম ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কোন্ পথে (কীভাবে) তা পূর্ণ করতে হবে, তা সে ঈশ্বরের কাছে জানতে চায়নি। এখানেই সমস্ত সমস্যার মূল। চীন দেশে সুসমাচার প্রচার করতে যিনি তার জীবন দিয়েছেন, সেই হাডসন্ টেলর এমন কথা বলেছেন, "ঈশ্বরের পথে, যখন ঈশ্বরের কাজ সাধিত হয়, তখন ঈশ্বর সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকেন।" এই কথার সত্যতা তার মিশন কাজে দেখতে পাই।

শাস্ত্রে এমন অনেক উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে প্রভুর দাস-দাসীরা ঈশ্বরের পথের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে গিয়ে, ইস্হাকের পরিবর্তে ইশ্মায়েলকে জন্ম দিয়েছে। যুবক মোশি মিশরের সর্বোচ্চ শিক্ষা শেষ করেছে, তখন তার মধ্যে মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা টগবগ করছে। বিশেষ করে সে জানে যে, মিসরের দাসত্ব থেকে নিজের প্রজাদের উদ্ধার করতে ঈশ্বর মোশিকে ব্যবহার করতে চলেছেন। তাই, সে চায় ঈশ্বরের সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে। একদিন যখন সে ঈশ্বরের প্রজাদের পরিস্থিতি দেখতে প্রাসাদের বাইরে গেল, তার চোখে ধরা পড়ল একজন মিস্রিয় একজন ইব্রীয়কে মারছে। তা দেখে মোশি ভাবল, "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার এই তো সুযোগ। মিশরের দাসত্ব থেকে ইব্রীয়দের উদ্ধার করার কাজ এখনই শুরু করতে হবে।" তাই সে চারিদিক ভালো করে দেখে নিল, কেউ তাকে দেখছে কি-না। কিন্তু ঈশ্বর যে তাকে দেখছেন, তা সে ভাবল না, আর সেই মিস্রিয়কে হত্যা করে বালির মধ্যে পুঁতে দিল (যাত্রা ২.১১-১২)। পরের দিন মোশি বাইরে গিয়ে দুইজন ইব্রীয়কে ঝগড়া করতে দেখে, সে দোষী ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করল। তখন সে বলল, "***তোমাকে অধ্যক্ষ ও বিচারকর্তা করে আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করেছে? তুমি যেমন সেই মিস্রিয়কে বধ করেছ, তেমনই আমাকে কি বধ করতে চাও?***" (যাত্রা ২.১৪)। তখন মোশির উপর এক মহাভয়ের ছায়া নেমে এল; সে মিসর দেশ থেকে পালাল। কেন? কারণ, সে তার নিজের মাংসের শক্তিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেয়েছিল। তাই তাকে ৪০ বৎসর প্রান্তরে বন্ধ্যত্বের জীবন যাপন করতে হয়েছিল। যে সময় ঈশ্বর তাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে ঈশ্বরের আত্মার কাছে সমর্পিত জীবন যাপন করতে শিখিয়েছিলেন। যীশু বলেছেন, "*যে আমাতে থাকে, এবং যাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না*" (যোহন ১৫.৫)।

অব্রাম ও সারী হয়ত ভেবেছিল যে, ঈশ্বর এমন এক প্রতিজ্ঞা তাদের কাছে করেছেন, যা পূর্ণ করা ঈশ্বরের পক্ষে খুবই কঠিন; কিংবা সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই, তারা ঈশ্বরকে সাহায্য করতে নিজেদের হাত লাগিয়েছিল। আসুন, আমরা তাদের ন্যায় ভুল চিন্তা না করে, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে তাঁর পথকেও আবিষ্কার করি।